২০২১

আধুনিক ভারতীয় ভাষা — বাংলা

(বাণিজ্য বিভাগ)

পূর্ণমান - ৫০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

[For Candidates of 2017-18 Batch, Vide CSR/64/17 dated 14.09.2017]

১। নিম্নলিখিত ***যে-কোনো একটি*** প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।

(ক) আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন— নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।

কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি, সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া

থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এত বড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে, কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

(অ) আমাদের আত্মরক্ষার উপায় কী?

(আ) কীভাবে নেতা বা সমাজপতি মনোনীত করা হবে?

(ই) রাজা এবং রাজ্যের বড়ো কে এবং কেন?

(ঈ) প্রাবন্ধিক কোন সমাজপতির কথা বলেছেন?

(উ) সমাজপতি কীভাবে বড়ো হবেন? ২+৩+৪+৩+৩

(খ) অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলে নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই— এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।.....

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা— উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে— সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন— আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

(অ) কীভাবে স্ত্রীলোকের সবই 'দাসী' হয়ে পড়েছে?

(আ) কীভাবে স্ত্রীলোকের সেই দাসীত্ব থেকে উত্তরণ সম্ভব?

(ই) সমাজের যথার্থ অর্ধঅঙ্গ হতে গেলে স্ত্রীলোকের আবশ্যক গুণগুলি কী?

(ঈ) কারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়েও কীসের সবিশেষ অভাব উপলব্ধি করেছেন?

(উ) উন্নতির সহায়তায় প্রাবন্ধিক নির্দেশিত স্ত্রীলোকের উচিত কার্য কী? ৩+৩+৩+৩+৩

২। আমাদের দেশে সম্পদ হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বিটকয়েনের প্রচলন কতখানি সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে অনধিক **১৫০** শব্দে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির কম-বেশি ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

দুনিয়ার পয়লা নম্বরে কলকাতা। দুর্ভাগ্য, সংবাদটি কোনও গৌরবের বিষয় নয়, ভয়ের। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) নিউ ইয়র্ক, সিডনি, সাও পাওলো, কলকাতা, দিল্লির মতো বেশ কিছু শহর নিয়ে সমীক্ষায় দেখেছে যে গত সাত দশকে শহরের গড় তাপমাত্রা সর্বাধিক বেড়েছে কলকাতাতেই। সেই বৃদ্ধির পরিমাণ ২·৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঐতিহাসিক পরিপেক্ষিতে দেখলে এই বৃদ্ধি ভয়াবহ। কেন এমনভাবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলো সেই উত্তরটি কারও অজানা নয়। কলকাতায় যা ঘটছে পরিবেশবিদ্যার পরিভাষায় তার নাম আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্ট। নগরায়ণের ফলে শহরে সবুজের পরিমাণ কমেছে, মাটি ঢাকা পড়েছে কংক্রিটের আস্তরণে। ফলে, তাতে তাপ আটকে পড়ছে বদ্ধ বাতাসে, মাটির উপরের বহুতল ভবনগুলি তাপ ছাড়তে না পারায় বাড়িয়ে চলছে চারপাশের উষ্ণতা। এইভাবে কলকাতা তৈরি হয়েছে হিট আইল্যান্ডে। সেই উষ্ণতা থেকে বাঁচতে বাড়ছে বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার— তাতে যে কার্বনের নিঃসরণ হচ্ছে তা উষ্ণায়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলছে। সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়াবহ বিষচক্র। ঘটনাটি যে শুধু কলকাতায় ঘটছে, তা নয়— সমগ্র বিশ্বেই এই সমস্যা। কলকাতার ক্ষেত্রে যা বিশেষ তার নাম অসচেতনতা। এই শহর আড়ে-বহরে বেড়ে চলেছে পরিবেশের প্রতি বিন্দুমাত্র চিন্তা ব্যতিরেকেই। ফলে, কলকাতাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে চলতি পথটি পরিত্যাজ্য।

৩। যে-কোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো। ৫

Arbitration, Comptroller, Habeas Corpus, Pseudonym, Redundant, Secularism, Shibboleth, Toll Collector, Xenophobia, Zoinist.

৪। শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।

— উদ্ধৃতাংশে রক্তমেঘ-মাঝে ভয়ংকরী কোন কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে? এই অংশে প্রকাশিত কবির মনোভাবের পরিচয় দাও। ৬+৪

অথবা,

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতায় কবি কোন স্বর্গের কথা বলতে চেয়েছেন? 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' আমাদের বাস্তব জীবনকে কীভাবে বিকৃত করে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও। ৭+৩

৫। জীবিত কাদম্বিনীকে প্রেতলোকে দাঁড় করিয়ে ভ্রান্তিমূলক বাস্তব ঘটনার গল্প রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ উক্ত চরিত্র এবং সমাজের যে স্থূল মনস্তত্ত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ১০

অথবা,

'ধ্বংস' গল্পটির অভিনবত্ব সম্পর্কে তোমার বক্তব্য গুছিয়ে লেখো। ১০